যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৩৭

১/ বিবিধ

আরবী

إذا أنا مت، فاغسلوني بسبع قرب، من بئري بئر غرس

ضعيف

أخرجه ابن ماجه (1468) : حدثنا عباد بن يعقوب: حدثنا الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره

ومن هذا الوجه أخرجه ابن النجار أيضا في " التاريخ " (10/129/1)

قال البوصيري في " الزوائد " (ق 92/1) : هذا إسناد ضعيف، عباد بن يعقوب الرواجني أبو سعيد قال فيه ابن حبان: كان رافضيا داعية، ومع ذلك روى المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك

وقال ابن طاهر في " التذكرة ": عباد بن يعقوب من غلاة الروافض، روى المناكير عن المشاهير، وإن كان البخاري روى له حديثا واحدا في " الجامع "، فلا يدل على صدقه، وقد أوقفه عليه غيره من الثقات، وأنكر الأئمة عليه روايته عنه، وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ ". قلت: إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونا بغيره، وشيخه الحسين بن زيد مختلف فيه ". انتهى ما في " الزوائد

قلت: والحسين هذا أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: في حديثه ما يعرف وينكر وكذلك أورد عبادا فيه وضعفه بما قال ابن حبان فيه

والحديث أورده الحافظ في " الفتح " (5/270) وسكت عليه! ولذلك خرجته، لأن

سكوته يعني أنه حسن عنده كما هو القاعدة عندهم، وليست مضطرة فتنبه

বাংলা

১২৩৭। আমি যখন মারা যাবো তখন তোমরা আমাকে আমার গার্‌স কুয়ার সাত মশক পানি দ্বারা গোসল দিবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (১৪৬৮) আব্বাদ ইবনু ইয়াকুব হতে, তিনি হুসাইন ইবনু যায়েদ ইবনে আলী ইবনিল হুসাইন ইবনে আলী হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবদিল্লাহ ইবনে জাফার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে, তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

এ সূত্রে ইবনুন নাজ্জারও “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১০/১২৯/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আযযাওয়াইদ” গ্রন্থে (কাফঃ ১/৯২) বলেনঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্বাদ ইবনু ইয়াকুব আর-রাওয়াজিনী আবু সাঈদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি একজন রাফেযী দাঈ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তাকে ত্যাগ করাই তার প্রাপ্য।

ইবনু তাহের “আত-তাযকিরাহ” গ্রন্থে বলেনঃ আব্বাদ ইবনু ইয়াকুব একজন চরমপন্থী রাফেযী। তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। যদিও ইমাম বুখারী তার একটি হাদিস "আল-জামে" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা আব্বাদের সত্যবাদিতার প্রমাণ বহন করে না। ইমাম বুখারী কর্তৃক তার থেকে বর্ণনা করাকে ইমামগণ অপছন্দ করেছেন। আব্বাদ থেকে বর্ণনা করাকে একদল হাফিয প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি বলছিঃ ইমাম বুখারী আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেছেন অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ তিনি তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেননি)। আর আব্বাদের শাইখ হুসাইন ইবনু যায়েদও বিতর্কিত বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি এ হুসাইনকে হাফিয যাহাবী “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তার কিছু মারূফ আর কিছু মুনকার হাদীস রয়েছে।

তিনি আব্বাদকেও দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের মন্তব্যের দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হাজার হাদীসটিকে “ফতহুল বারী” গ্রন্থে (৫/২৭০) উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এ কারণেই আমি হাদীসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কারণ তার চুপ থাকাটা তার হাদীসটি হাসান হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। অথচ আসলে তা নয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72116

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন